মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৪ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ রবিবার (৩০ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে জামায়াতের ১০ নেতা কর্মী গ্রেফতার, ককটেল উদ্ধার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায় জামায়াতের ১০ নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩ টি ককটেল ও দলীয় বই, লিপলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে মনোয়ার হোসেন (৪০), গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়া গ্রামের মৃত আখছেদ আলীর ছেলে আব্দুস সাত্তার (৬০), জুগিন্দা গ্রামের মোবারক

হোসেনের ছেলে গোলাম মোস্তফা (৫০), রাজাপুর গ্রামের হাউস আলীর ছেলে জাকারিয়া হোসেন (৪০), বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আবুবক্কর সিদ্দিকের ছেলে সোহেল রানা (৪০), সানঘাট গ্রামের তোয়াজ মন্ডলের ছেলে আকছেদ আলী (৬৫), ধানখোলা গ্রামের আসমত আলীর ছেলে জামাল উদ্দীন (৬৪), ধানখোলা গ্রামের মাঝপাড়া এলাকার রইছদ্দিনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৬০), রাজাপুর গ্রামের মৃত ওমর উল্লার ছেলে আব্দুল ওয়াদুদ(৫৫) ও তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪৫)।

গাংনী থানার পৃথক পুলিশের টিম শনিবার দিবাগত রাতভর আজ রবিবার (৩০ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে জামায়াতের এসব নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা নং ৪৩(৭)২৩ এর আসামি। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)(২৫) ডি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৪/৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে নাশকতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা থাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা মহড়া অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন এর দিকনির্দেশনায় প্রত্যেকটি থানা এলাকায় একযোগে আইন-শৃঙ্খলা মহড়া

অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার সকাল বিকেলে চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল ইউনিট।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং যেকোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধে করতে পুলিশ সুপার নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান ও সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিরা সুলতানা এর নেতৃত্বে ডিবি, সদর থানা, সদর ফাঁড়ি, দামুড়হুদা মডেল থানা, দর্শনা থানা, জীবননগর থানা, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ও ফোর্সের সমন্বয়ে প্রত্যেক থানা এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক সমূহ প্রদক্ষিণ করে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান গাঁজা সহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় থেকে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় গাঁজা সহ ১মাদক ব্যবসায়িকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুঁইয়া ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান, উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেন এর নেতৃত্বে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে আসামি মো:মুনছুর আলী (৪৫) পিতা মৃত:গোপাল শেখ, গ্রাম:হকপাড়া , থানা:চুয়াডাঙ্গা সদর জেলা:চুয়াডাঙ্গা কে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন হক পাড়া গ্রামস্থ মো: গোলাম মোস্তফার বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশে গলি রাস্তায় আসামিকে ঘেরাও পূর্বক আটক করে ০২ কেজি গাঁজা সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়

উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

গাংনীতে পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত

ঢাকাসহ সারাদেশে বিএনপি ও জামায়াতের নৈরাজ্যে প্রতিহত করতে গাংনী উপজেলা শহরে থানা পুলিশের আয়োজনে সতর্কতামূলক ব্যাপক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৯ জুলাই) বিকেল ৫ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্ব পুলিশের একাধিকদলে বিভক্ত হয়ে এই মহড়া দেওয়া হয়।

মহড়াটি গাংনী থানা থেকে শুরু করে বড় বাজার, থেকে বাঁশবাড়িয়া, গাংনী পূর্ব মালশাদহ ও পশ্চিম মালশাদহ হয়ে গাংনী উপজেলা শহরের বিভিন্ন অলি গলিতে দেওয়া হয়। পরে গাংনী বড় বাজার শহীদ রেজাউল চত্তরে এসে জড়ো হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঢাকাতে বিএনপির মহাসমাবেশ ও আজকের অবস্থান ধর্মঘটের কারনে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভীতি তৈরী হয়েছে। মানুষের মধ্যেকার সেই ভীতি দুর করতেই পুলিশের মহড়ার এই আয়োজন। মানুষকে জানান দেওয়া পুলিশ সব সময় তাদের পাশে আছেন। কোনো রকম ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

গাংনীতে ব্যবসায়ী উপর

সন্ত্রাসী হামলার বিচারের

দাবীতে মানববন্ধন

গাংনীতে ফার্নিচার ব্যবসায়ী রতন আলীর উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে মানব বন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

আজ শনিবার (২৯ জুলাই) বিকালে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান বাজার বাসষ্ট্যান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ১৯ তারিখ সকাল ৯ টায় বাড়ি থেকে বামন্দী বাজারে যাওয়ার সময় হাওড়াপাড়া নামক স্থানে

একদল সন্ত্রাসী ফার্নিচার ব্যবসায়ী রতন আলীর মোটরসাইকেল রোধ করে দেশীয় অস্ত্র রড,হাতুড়ী দিয়ে নির্মম ভাবে পিটিয়ে রতনের দুই পা এবং হাত ভেঙ্গে দেয়। সেই সাথে তার সাথে থাকা চার লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। বর্তমানে রতন ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় রতনের চাচা হামিদুল ইসলাম বাদী হয়ে ৫ এজাহার নামীয় সহ অজ্ঞাত ৪/৫জন কে আসামী করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মামলা নং ৩০ তাং ১৯.০৭.২০২৩ ইং।

মামলার ১ নং আসামী ছাতিয়ান গ্রামের আছেল উদ্দীনের ছেলে মুদিও ব্যবসায়ী রতন মিয়াকে গ্রেফতার করলেও অন্য আসামীরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। মানববন্ধনে বাকি আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের জোর দাবী জানান বক্তারা।

জীবননগরে নবাগত উপজেলা

নির্বাহী অফিসারের সাথে সাংবাদিকদের মত বিনিময় সভা

জীবননগরে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সাথে জীবননগরের কর্মরত সকল সাংবাদিকদের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২:৩০ মিনিটে সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আমন্ত্রণ নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সবাই নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ সাংবাদিকদের কাছে এই উপজেলার উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাংবাদিক গণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে এই উপজেলার উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার করার আশ্বাস দেন।

এ সময় জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম, আর বাবু সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুজ্জামান চঞ্চল, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু বক্তব্য রাখেন, আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, জহিরুল ইসলাম, হাকিমুল ইসলাম, চাষি রমজান, মুতাছিন বিল্লাহ এবং দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের জীবননগর বুরো প্রধান মাজেদুল মিল্টন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সহায়তায় হারানো মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও বিকাশের টাকা উদ্ধারপূর্বক প্রকৃত মালিককে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গা

ধারাবাহিকভাবে সাফল্য ও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত চৌকস অফিসারগণ তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মোবাইল ফোন এবং বিকাশে ডিজিট ভুল হয়ে খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিকাশ/নগদ/রকেট প্রতারণার টাকা ও হারানো মোবাইল উদ্ধার পূর্বক বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক উদ্ধারকৃত বিভিন্ন মডেলের ১৩(তের)টি স্মার্ট ফোন এবং বিকাশে খোয়া যাওয়া ৯১,০০০/- (একানব্বই হাজার) টাকা উদ্ধারপূর্বক চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

এসময় হারানো সখের মোবাইল ফোন ও বিকাশ/নগদ/রকেট প্রতারণা টাকা হাতে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন। চুয়াডাঙ্গা কোর্টের সামনে বিকাশ/নগদ/রকেট এজেন্ট ব্যবসায়ী মোঃ আরিফ হোসেন বলেন একটি বিকাশ নম্বরে টাকা লোড দেওয়ার সময় একটি ডিজিট ভুলক্রমে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা অন্যত্র চলে যায়। উক্ত নাম্বারের মালিকের সাথে যোগাযোগ করলে সে, টাকা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিষয়ে জিডি করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গা টিমের সাথে যোগাযোগ করলে আমার কষ্টোর্জিত টাকা ফেরত আনতে সক্ষম হয়। আমার কষ্টোর্জিত টাকা সাইবার টিমের আন্তরিকতায় এত দ্রুত ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি’। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন মোঃ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সভাপতি চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও সম্পাদক দৈনিক মাথাভাঙ্গা সরদার আল আমিন, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখার মোহাম্মদ আবদুল আলীম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ইনচার্জ শেখ মাহাবুব সহ চুয়াডাঙ্গাসহ সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত অফিসারগণ।

দর্শনা সীমান্তে ২ কোটি টাকা মূল্যের ৪টি স্বর্ণের বারসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন সুলতানপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ২ কেজি ৩৫০ গ্রাম ওজনের ছোট-বড় ৪টি স্বর্ণের বারসহ কুষুম পোদ্দার (৪৭) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) সকাল ৭টার দিকে দর্শনা হঠাৎপাড়া রেলক্রসিং এলাকায় থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত চোরাকারবারি কুষুম পোদ্দার গাজীপুর জেলার টুঙ্গি থানার মনুনগর টুঙ্গিভরান গ্রামের হারি সাধন পোদ্দারের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি দর্শনা থানার সুলতানপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণেরবার চোরাচালান হবে। খবর পেয়ে বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার ৭৭/২-এস থেকে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার বাংলাদেশের ভিতরে হঠাৎপাড়া রেলক্রসিং এলাকায় অবস্থান করেন। সকাল ৭টার দিকে এক ব্যক্তিকে সিভিল বাস থেকে নেমে রেলক্রসিং এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখলে বিজিবি সশস্ত্র টহল দলের সন্দেহ হয়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেন। আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তার কাছে কোনো চোরাচালানী পণ্য নেই বলে বিজিবি টহল দলকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল আটক চোরাকারবারী কুষুম পোদ্দারের দেহ তল্লাশি করে কোমরে পেঁচানো কাপড়ের বেল্টের ভিতর থেকে ২ কেজি ৩৫০ গ্রাম ওজনের ছোট বড় ৪টি স্বর্ণের বার এবং ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হন। আটক এসব স্বর্ণের বারের আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ২ লাখ টাকা।

তিনি আরও বলেন, স্বর্ণের বারের শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশে পরিবহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

আটক আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নায়েক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন এবং সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সাবেক মেয়র মতুর বিরুদ্ধে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকের জিডি

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

গতকাল সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন সদর থানায় হাজির হয়ে এ জিডি করেন। যার নম্বর-১৩৯১।

জিডিতে সম্পাদক বলেন, গত ২৪ জুলাই সোমবার দুপুরে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে প্রতিদিনের ন্যায় দাপ্তরিক কাজ করছিলেন। ওই সময় মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার ব্যবহৃত ০১৭৩২-৯৪৪০৭০ মোবাইল নম্বর থেকে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকের ০১৩০৫-২১৭৫৮৮ অফিসিয়াল মোবাইল নম্বরে ফোন করেন।

এসময় স্বাভাবিক কথাবার্তা চলার এক পর্যায়ে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন তার মেয়ে ডা. রুমানা জুসির বিরুদ্ধে কোন নিউজ প্রকাশ করলে ৫০টি চাঁদাবাজি মামলার হুমকি প্রদান করেন এবং শারিরীকভাবে ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। যার অডিও রেকর্ড মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে এ জিডি করা হয়েছে।